তোমার দর্শনে মানবগণের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। যে তোমার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি হীনজাতি পুক্কশও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে। ২৪৮।

অতিহীন জাতিরও শ্রীনাম একবার শ্রবণেই যখন মুক্তিফল প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উত্তম জাতি অথবা উত্তমচিত্ত মানব যদি শ্রবণ করে, তাহার তোমার চরণে পরম ভক্তিফলই লাভ হইয়া থাকে। চিত্রকেতু মহারাজের উক্তিতে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। ২৪৮।

অথ রূপশ্রবণম্—যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাত-নীতম্। ভক্ত্যা গৃহীত চরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥ ২৪৯॥

তু-শব্দো যেঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈরিতি পূর্ব্বোক্তনিন্দিতানাং ভগবদ্রূপানাদরবতাং প্রতিযোগ্যর্থনির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্টঃ। অনেন যেঽত্র এতদ্বিরোধিনো ভবন্তি ত এব পূর্ব্বোক্তা অসৎপ্রসঙ্গা ইতি গম্যতে। চরণমাত্রনির্দ্দেশো ভক্ত্যতিশয়েন। গন্ধং বর্ণাকারাদিমাধুর্য্যং কর্ণবিবরৈঃ জিঘ্রন্তি নাসাবিবরৈঃ পরমামোদমিব তৈরাস্বা-দয়ন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতির্বেদস্তদনুগামিশব্দান্তরঞ্চ সৈব বাতস্তেন প্রাপিতম্। ততঃ পরয়া চ ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়া গৃহীতচরণস্ত্বং নাপয়াতুং শক্নোষি॥ ৩॥ ৯॥ ব্রহ্মা-শ্রীগর্ভোদশায়িনম্॥ ২৪৯॥

অনন্তর রূপ শ্রবণ ৩।৯।৫ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ীকে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! আদরপূর্ব্বক তোমার ভজন করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণপঙ্কজের সৌরভ বেদরূপ বায়ুযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন, অর্থাৎ অতিশয় আদরপূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরম ভক্তির সহিত তোমার চরণপদ্ম সর্ব্ব-পুরুষার্থসার বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তোমার নিজ জন। হে নাথ! তুমি তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম কখনও পরিত্যাগ কর না, অর্থাৎ নিত্যই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ থাক। এই মূল শ্লোকে 'তু' শব্দ উল্লেখ থাকায় এই তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে - পূর্ব্ব শ্লোকে—"যেঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ" অর্থাৎ যাহারা অসৎ প্রসঙ্গ (নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠাচিত্ত), তাহারা তোমার এই পরমানন্দময় পরম পুরুষার্থসার সর্ব্বার্থরূপ তোমার এই শ্রীমূর্ত্তিকে আদর করে না, অর্থাৎ এই শ্রীমূর্ত্তিকেও মায়াময় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সেই অবজ্ঞার ফলে তাহারা নিশ্চয় নরকে যাইবে—ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। উল্লিখিত শ্রীমূর্ত্তি অবজ্ঞাকরীগণকে যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদেরই প্রতিযোগী অর্থে 'তু' শব্দটি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।